রাজধানীতে করোনায় আক্রান্ত ৫ হাজার ছাড়িয়েছে, মৃত্যু একশ’ ছুঁই ছুঁই

কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত ও প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত দুদিনে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

মঙ্গলবার দেশে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মোট ১৮৩ জনের মৃত্যু হলো।

এছাড়া গতকাল পর্যন্ত নতুন করে আরও ৭৮৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট ১০ হাজার ৯২৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

এদের মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৫ হাজার ২২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, যা মোট আক্রান্তের ৫৮ দশমিক ৫৫ ভাগ। এ ছাড়া ঢাকায় এ পর্যন্ত ৯৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বুধবার জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন রাজারবাগে, ১৯৬ জন। কাকরাইলে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬২, যাত্রাবাড়ীতে ১৪৩, মোহাম্মদপুরে ১০৪, মুগদায় ১২১, মহাখালীতে ১১১, লালবাগে ৮৯, তেজগাঁওয়ে ৭৯, মালিবাগে ৭৮, উত্তরায় ৭০, বাবুবাজারে ৬৬, বংশালে ৬৩, গেণ্ডারিয়াতে ৫৬, মগবাজারে ৫৫, বাড্ডায় ৪৬, ধানমণ্ডিতে ৪৬ জন, বাসাবোতে ৪৩ এবং চকবাজারে ৪৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী শনাক্ত করা হয়। ১৮ করোনায় প্রথম মৃত্যু হয় দেশে। এরপর গত ১৪ এপ্রিল ৩৮তম দিনে করোনা রোগীর সংখ্যা এক হাজারে দাঁড়ায়।

এরপর গত সোমবার ৫৮তম দিনে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ১৪৩ জনে দাঁড়ায়। বর্তমানে ৫৯ তম দিনে দেশে ১০ হাজার ৯২৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

গাংনীতে ত্রান গ্রহনের নিষেধ না মানায় পুত্রের আত্মহত্যার চেষ্টা।

মেহেরপুর প্রতিনিধিঃ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া এলাকায় নোমান নামের এক যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

সে বাঁশবাড়িয়া দক্ষিন পাড়ারা রাইসমিল মালিক মফিজুল ইসলামের ছেলে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিজ বাড়িতে ঐ যুবক বিষপান করে। পরিবার সুত্রে জানা যায়, যুবকের বাবা মফিজুল ইসলাম সরকারি ত্রান নিতে গেলে ঐ যুবক ত্রান নিতে নিষেধ করে।
এনিয়ে পিতা পুত্রের মধ্যে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে ছেলেকে মারধর করে।

ঘটনার এক পর্যায়ে ঐ ছেলে ঘরে রাখা বিষ পান করে। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

কেরুর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কালীগঞ্জ ইউএনও এর নিকট প্রদান

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রাণী সাহা-এর নিকট গত সোমবার সকাল

১১টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয় ত্রাণ তহবিলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান করা হয়েছে।

দর্শনা কেরু চিনিকলের তৈরী ১০০ পিস হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রাণী সাহা ও কার্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন বেইজ অফিস সমন্বয়কারী কিতাব আলী, ঝিনাইদহ রিজিওনাল সমন্বয়কারী আল মামুন, উপ-সমন্বয়কারী মাহাবুবুর রহমান মুকুল, এরিয়া সমন্বয়কারী জাহিদুল ইসলাম এবং সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব শিবুপদ বিশ্বাস।

খোকসায় কার্ড থেকে ১৬ বার চাউল উত্তোলন করা হলেও জানেন না কার্ডমালিক

কার্ড আছে চাল নেই, চাল আছে কার্ড নেই, কার্ডও আছে, চালও আছে, নেই কার্ডের প্রকৃত মালিক। কার্ডের জায়গায় কার্ড না থাকার এমন চাঞ্চল্যকর তথ্যের খোঁজ মিলেছে কুষ্টিয়ার খোকসার শিমুলিয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

ওই ওয়ার্ডটির বাসিন্দা জসিম মুনসীর ওমএমএসের কার্ড ইস্যু হয়েছে প্রায় চার বছর আগে। ইতোমধ্যেই ওই কার্ড থেকে চাল উত্তোলন হয়ে গেছে ১৬ বার। কিন্তু সেই খবর জানেনই না হতদরিদ্র জসিম মুনসী। অথচ তার নাম রয়েছে ওয়ার্ডের তালিকার এক নম্বরে। কেঁদে কেঁদে এমন অভিযোগই করলেন হতদরিদ্র জসিম মুনসী।

আর এমন অভিযোগ তুলে ধরা হলে পাল্টাপাল্টি পরস্পরকে দোষারোপ করছেন ইউপি চেয়ারম্যান, ডিলার ও ইউপি সদস্য। তবে এই ব্যাপারটি জনসম্মুখে আনেন ওই ওয়ার্ডটির ইউপি সদস্য টিপু বিশ্বাস।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউনিয়নের ওএমএসের ডিলার আব্দুল মান্নান হলেও প্রকৃতপক্ষে এর নিয়ন্ত্রণ করেন একসময়ে দাপুটে

সন্ত্রাসী আকুত আলী।
তবে এসব অনিয়মের ব্যাপারে তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে, হতদরিদ্র জসিম মুন্সী বলেন, আমার কাছ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে প্রয়াত লুতফর মেম্বার ভোটার আইডি কার্ড নিয়েছিল ১০ টাকা কেজির চাল দেওয়ার জন্য। কার্ড হয়েছিল তারপর থেকে এই কার্ড থেকে ৩০ কেজি করে ১৬ বার চাউল উত্তোলন করা হয়েছে। কিন্তু একবারও আমি চাউল পাইনি।
ব্যাপারটি নিয়ে জসীম মুন্সীকে প্রথম জানায় ইউপি সদস্য টিপু বিশ্বাস। আসলে এর মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য ও ডিলারের প্রত্যক্ষ দোষ না থাকলেও দায় এড়াতে পারেন না ডিলার আব্দুল মান্নান। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নামের আব্দুল মান্নান ডিলার হলেও তার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে আকুত আলী নামের অদৃশ এক শক্তি!

এ ব্যাপারে শিমুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ বলেন, তালিকা করার ব্যাপারে আমার কোনো হাতই নেই। এটা মেম্বারের দায়িত্ব। আর ডিলার এটি সুসম্পন্নভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবেন ওমএমএসের ডিলার। কিন্তু কেনো এমন হল- এটা আমিও বুঝছি না। তবে কে এই চাল চোর-তাকে খুঁজে বের করা হবে।
অপরদিকে, ডিলার আব্দুল মান্নানের দাবি- মেম্বার-চেয়ারম্যানের তালিকা অনুসারেই চাল দেওয়া হয়। তবে কার কার্ড দিয়ে কে চাল নিচ্ছে এটা দেখার বিষয় তার না।

তবে ডিলার এমন দাবি করলেও স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করেই তিনি চাল বিতরণ করতে পারেন। তাহলে- কার্ড দিয়ে এই ১৬ বস্তা চাল উত্তোলন করল কে?

কুষ্টিয়ায় চাল নিয়ে দুর্নীতিকারী জনপ্রতিনিধিদের

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম, দুর্নীতি ও আত্মসাতের অভিযোগে কুষ্টিয়ার এক পৌর মেয়রসহ ৭ কাউন্সিলর, এক ইউপি চেয়ারম্যান এবং অপর এক মহিলা ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেলিনা খাতুন স্বপ্রণোদিত হয়ে এ নির্দেশ দেন। ফৌজদারি এ অপরাধের বিষয়টি তদন্ত করে আগামী ২৩ জুনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন, কুষ্টিয়ার কুমারখালী পৌরসভার মেয়র সামসুজ্জামান অরুন, একই পৌরসভার ৭ কাউন্সিলর, দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ আলমগীর এবং মরিচা ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শারমিন সুলতানা। ক্রিমিনাল মিস কেস নং- ০২/২০২০, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা-১৯০(১) (সি) এখতিয়ার বলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এ আদেশ দেন।

গত ৩ এপ্রিল স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় কুমারখালী পৌরসভার মেয়রসহ ৭ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ত্রাণ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে করা একটি প্রতিবেদন আদালতের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় কুমারখালী পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে বরাদ্দকৃত ১৩৫০ প্যাকেট ত্রাণ সংশ্লিষ্ট মেয়রের কাছ হতে কাউন্সিলররা অসহায় ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই ত্রাণ বিতরণের পর পুলিশ সুপার কার্যালয়ের বিশেষ শাখার অনুসন্ধানে উঠে আসে উল্লেখিত ওয়ার্ডগুলোতে তালিকায় নাম থাকা গরিব, অসহায় ও অসহায় হতদরিদ্র ব্যক্তিরা ত্রাণ সামগ্রী পাননি এবং মাস্টার রোলে টিপসই বা স্বাক্ষর দেননি। কিন্তু তাদের নামের পাশে স্বাক্ষর এবং টিপসই দেখানো হয়েছে। ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ধরা পড়া এসব ওয়ার্ডগুলো হলো- ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৯।
এ ব্যাপারে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মজিবুর রহমান জানান, আদেশের বিষয়টি মৌখিকভাবে জেনেছি। তবে লিখিত কোনো অর্ডার এখনও পাইনি। আদেশ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আদেশের বিষয়ে কুমারখালী পৌরসভার মেয়র সামসুজ্জামান অরুন জানান, ১৩৫০ জনকে ত্রাণ দেওয়ার সময় দেখা যায় ৩০০ কেজি চাল সেখানে কম রয়েছে। আমি নিজে পকেটের টাকা দিয়ে ওই ৩০০ কেজি চাল কিনে বিতরণ করেছি। তাই ত্রাণ বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রশ্নই ওঠে না। এ ব্যাপারে সঠিক তদন্ত হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

অপর ক্রিমিনাল মিস কেস নং-০৩/২০২০, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা- ১৯০(১) (সি) এখতিয়ার বলে প্রদত্ত আদেশে বলা হয়, গত ২ এপ্রিল গণমাধ্যমে প্রকাশিত ‘কুষ্টিয়ার ইউপি সদস্যের হোল ফ্যামিলির নামে ভিজিডি কার্ড এবং চেয়ারম্যানের প্রশ্রয়ে দুস্থদের চাল নিচ্ছে মেম্বার ইউএনও জানেন না কিছুই’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন দুটি আদালতের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, দৌলতপুর থানাধীন ৪নং মরিচা ইউনিয়নের সদস্যরা তার নিজের এবং পরিবারের অন্যদের নাম দিয়ে ভিজিডি এবং ওএমএস’র কার্ড জালিয়াতির মাধ্যমে গত ১৫ মাস ধরে চাল আত্মসাত করে আসছেন।

সেই প্রতিবেদনে জানা যায়, ৪নং মরিচা ইউনিয়নের ১, ২, ৩নং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শারমিন সুলতানা নিজ নামে মহিলা বিষয়ক অধিদফতর থেকে ইস্যুকৃত ভিজিডি কার্ডের অনুকূলে চাল তুলেছেন বলে প্রতিবেদকের নিকট স্বীকার করেছেন। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য নিজ এবং পরিবারের সদস্যদের নামে একাধিক ভিজিডি ও ওএমএস’র কার্ড করে সরকারি চাল তুলে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন মর্মে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন।

এ ঘটনাটিও তদন্ত করে আগামী ২৪ জুনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দরিদ্র মানুষের মাঝে

কোটচাঁদপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের ত্রাণ সহায়তা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি দরিদ্র, অসহায় উপকারভোগী শ্রমজীবী মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে পৌর শহরের বলুহর বাসষ্টান্ড এলাকায় জেলা পরিষদের সহায়তায় তিনি এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় পিংকি জানান, দেশের করোনা পরিস্থিতির সংক্রমণ রোধে সরকারের নির্দেশনা মানতে ঘর বন্দি কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় খেটে খাওয়া দিনমজুর শ্রমজীবী মানুষের মাঝে নিজ অর্থায়ন ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বিভিন্ন সময়ে যে খাদ্য সমাগ্রী হাতে পেয়েছি তা, সঠিকভাবে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করছি।

পিংকি বলেন, এই মহা সংকটে শুধুমাত্র সরকার বা জন প্রতিনিধি না, দরিদ্র ও অসহায় এইসব মানুষের পাশে সমাজের বিত্তবান যারা আছেন প্রত্যেকেই দাঁড়ানো উচিত। বিগত দিনে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিজ অর্থায়নে ২ হাজার অসহায় পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর বাজারে লকডাউন না মানাই পুলিশের অভিযান

গতকাল দুপুর এক ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ভালাইপুর মোড় বাজারে হঠাৎ পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান।
করোনা মহামারী নিয়ে সারা দেশে সরকারি ভাবে যে লকডাউন পালিত হচ্ছে তা পরিপূর্ণভাবে পালিত না হাওয়াই পুলিশ প্রশাসন তৎপর ভাবে কাজ করছে মাঠে। তারি ধারাবাহিকতাই ভালাইপুর মোড় বাজারে এই অভিযান পরিচালিত হয়। ৩০ থেকে ৪০ জন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্য

যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালিত করে।

পুলিশ ও সেনাবাহিনী কঠোর ভাবে হুঁশিয়ারি দেয় সকল প্রকার জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে। শুধুমাত্র ফলের দোকান, ফার্মেসি দোকান, ইফতারি দোকান এইগুলা খোলা থাকবে। আগামী ১০ তারিখ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত সকল প্রকার দোকানপাট খোলা নির্দেশনা দেন।

ভালাইপুর মোড়ের দোকানদার দের সাথে কথা বললে তারা জানান, বছরে দুই ঈদেকে সামনে রেখে আমাদের বেচাকেনা ভালো হয়। এই বছরে করোনা মহামারির কারণে যে লকডাউন পালিত হচ্ছে, তার কারণে আমরা দোকানপাট খুলতে পারছিনা।
এর ফলে আমাদের ব্যবসার প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। আমরা চাই সরকারিভাবে এই লকডাউন দ্রুত প্রত্যাহার করা হোক।

মেহেরপুরে আরও এক করোনা রোগী সনাক্ত

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় আরও এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয়েছে।

নতুন আক্রান্ত ঐ ব্যাক্তি ওমান প্রবাসী বলে জানা গেছে।

এনিয়ে মেহেরপুরে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাড়ালো ৫।

এদের মধ্যে ৪ জন চিকিৎসাধীন আছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে।

জেলা সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]